সংবাদ

বৃহত্তর চট্টগ্রামে ছাত্র ধর্মঘট ॥ চবিতে লাগাতার অবরোধ

চবি সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবারের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার বৃহত্তর চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। একই দিন থেকে চবিতে লাগাতার অবরোধ শুরু হয়েছে। একদিকে ছাত্রলীগের অবরোধ, অন্যদিকে শিবিরের ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৮০ শতাংশ পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিল বলে কর্তৃপক্ষ জানান। ছাত্রলীগ এটাকে প্রহসনের পরীক্ষা আখ্যায়িত করে অবিলম্বে এই পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছে। বুধবার ধর্মঘট চলাকালে চট্টগ্রাম শহরে ভার্সিটির ২টি বাস আক্রান্ত হয়েছে। চালক অপহরণের ফলে ভার্সিটি অভিমুখে সকালে শাটল ট্রেন ছাড়েনি। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভর্তিচ্ছুরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ড. আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিকে ৩ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। বুধবার কলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা দেড় ঘণ্টা বিলম্বে বেলা সাড়ে ১১টা থেকে অনুষ্ঠিত হয় কর্তৃপক্ষের পুনর্সিদ্ধান্ত অনুসারে। তাতে প্রার্থী ছিল ৭ হাজার ২১৪ জন। তবে উপস্থিত হয়েছিল ৫ হাজার ৯৪৬ জন। কর্তৃপক্ষ এতে সন্তুষ্ট বলে কলা অনুষদ সূত্র জানায়।

ছাত্রলীগ বলেছে, এটা প্রহসনের পরীক্ষা। শিবিরের পরিকল্পনা মতে এই পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তাই এই পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। তা না হলে অবরোধ কঠোরতর হবে।

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের জের ॥ তদন্ত কমিটি গঠিত

ভার্সিটি সূত্র জানায়, ধর্মঘট ও অবরোধকালে সকালে শহরের জিইসি এলাকায় ৩৪৭ এবং ০৪ নম্বর গাড়ি দু'টির কাচ ভাংচুর হয়। পরে গাড়িগুলো পুলিশ প্রহরায় ক্যাম্পাসে পৌঁছে। একইভাবে বিকালে পুলিশ প্রহরায় শিক্ষক ও স্টাফ বহনকারী বাসগুলো শহরে পৌঁছানো হয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ বুধবার চট্টগ্রাম মহানগর এবং উত্তর ও দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ধর্মঘট পালন করেছে। ধর্মঘট শেষে বিকালে দারুল ফজল মার্কেট কার্যালয়ে ছাত্রলীগের প্রতিবাদ সভা চবি সভাপতি মাহবুব এলাহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক নাসির হায়দার বাবুল, কেন্দ্রীয় সদস্য জিল্লুর রহমান জুয়েল, শওকত হোসাইন, আহমদ ফরিদ, পুলক খাস্তগীর, মহানগর নেতা এমআর আজিম, হাসান মুরাদ বিপ্লব, উত্তর জেলা সভাপতি রাজিবুল আহসান সুমন, চবি সেক্রেটারি কাজী মাজহার বক্তব্য রাখেন। বক্তারা শিবির ক্যাডারদের গ্রেফতার করা না হলে অবরোধ কঠোর হবে বলে ঘোষণা করে।

20 MAR 2003